ইউনাইটেড
মিশন
নিবেদিত
পরিচালনা:
অসীম ব্যানার্জী
সঙ্গীত:
অনুপম মুখার্জী, শচীন গাঙ্গুলী
পরিবেশনা:
সাগর ফিল্ম এক্সচেঞ্জ
৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

ইউনাইটেড মিশনের প্রথম নিবেদন
ঝর্ণা ব্যানার্জী প্রযোজিত ও নির্মলেশ মজুমদার নিবেদিত

ময়না

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **অসীম ব্যানার্জী**
সঙ্গীত : **অনুপম মুখার্জী * শচীন গাঙ্গুলী**

কাহিনী : শ্রীপ্রহ্লাদ ॥ চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা : বিজয় দে ॥ চিত্রগ্রহণ : শান্তি দত্ত ॥ সম্পাদনা : রাসবিহারী সিনহা ॥ গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সত্যেন গাঙ্গুলী ॥ নেপথ্যকণ্ঠ : **হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, তরুণ ব্যানার্জী,** প্রসূন ব্যানার্জী, হাসি ও রাধা ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ॥ প্রধান কর্মসচিব : নির্মলেশ মজুমদার ॥ ব্যবস্থাপনা : সুশীল দাস ॥ শব্দানুলেখন : জে, ডি, ইরাণী ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা : মুন্সীরাম শর্মা ॥ পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ॥ সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই ॥ আসবাবপত্র : ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার্স ॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা ॥ প্রচার অঙ্কন : অরবিন্দ আইচ ॥ প্রচারসচিব : তপন রায়।

: কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

দীনেশ দে, শান্তিপ্রিয় গুহ, জগৎমোহন দাশ, কার্তিক চন্দ্র রায়, নির্মল ভট্টাচার্য, মিনতি ভট্টাচার্য, ডাঃ মিহির কুমার নন্দা, বি, কে, মিত্র, হেনা মিত্র, গিরীশ পাধিয়ার, বিজয় সার্ভিস ষ্টেশন, কলিকাতা পুলিশ, ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিঃ, রামকৃষ্ণ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সী, আসরাফ উল হক্, জীবনপুরের অধিবাসীবৃন্দ, এস, ডি, ও বসিরহাট, এস, ডি, পি, ও বসিরহাট, পোর্ট কমিশনার্স ও শম্ভুনাথ কাঞ্জিলাল।

: সহকারী :

প্রধান সহকারী পরিচালনা : সত্যেন গাঙ্গুলী ॥ পরিচালনা : বুদ্ধদেব ব্যানার্জী, কালীদাস মহলানবীশ। চিত্রগ্রহণ : জয় মিত্র ॥ সম্পাদনা : অনিল দাশ ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : অনিল দে ॥ ব্যবস্থাপনা : মহেন্দ্র বিশ্বাস, খোকন দাশ ॥ রূপসজ্জা : অক্ষয় দাশ, পাঁচু দাশ ॥ শব্দপুনর্যোজনা : বলরাম বারুই ॥ শব্দানুলেখন : সিদ্ধি নাগ ॥ পরিচয়লিখন : অনিল দে ॥ প্রচার : সুশান্ত দে ও মণীষা গঙ্গোপাধ্যায়।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত।

: পরিবেশনা :

সাগর ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

: অভিনয়ে :

রঞ্জিত মল্লিক, সুমিত্রা মুখার্জী, আরতি ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, উৎপল দত্ত, ৺মলিনা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, অসিতবরণ, শোভা সেন, সুব্রত সেন, পদ্মা দেবী, বীরেন চ্যাটার্জী, চন্দন রায়, বীরেশ্বর ব্যানার্জী, অমর দত্ত, অমিত দাশ, উমা দত্ত, অসিত ব্যানার্জী, ইন্দ্রানী দেব, অর্চনা ঘোষ, শ্যামা নন্দী, শম্ভু দত্ত, অনিল ত্রিবেদী, হীরেন মুখার্জী, সমীর মুখার্জী, বিনয় রায় চৌধুরী, সুছন্দা মল্লিক, হরিহর মল্লিক, শৈলজা রায় ও আরো অনেকে।

সাগর ফিল্ম এক্সচেঞ্জ-এর পক্ষে তপন রায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

কাহিনী

"মানুষ ছিল বনমানুষের রূপে, ইতিহাসেই বলে/আদলটা তার বদলে গেছে দিন বদলের ফলে"……খুব অচেনা… …কথাও অজানা… কিন্তু কণ্ঠ! না, এতো তার অনেক কালের চেনা। এতো সেই চন্দনপুকুরের তার গ্রাম সুবাদের ভুবনকাকার কণ্ঠ।

খেলনা-ফেরি-করা ভুবনকে ময়না ডেকে আনে নিজের বাড়ীতে। ভুবনকাকা ময়নার স্বামী প্রশান্ত'র প্রাচুর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। না, স্বামী সৌভাগ্য আছে মেয়েটার। কিন্তু ময়না কি সত্যিই সুখী হয়েছে? এ প্রশ্ন ময়নার বাবা সুরজিৎবাবুর

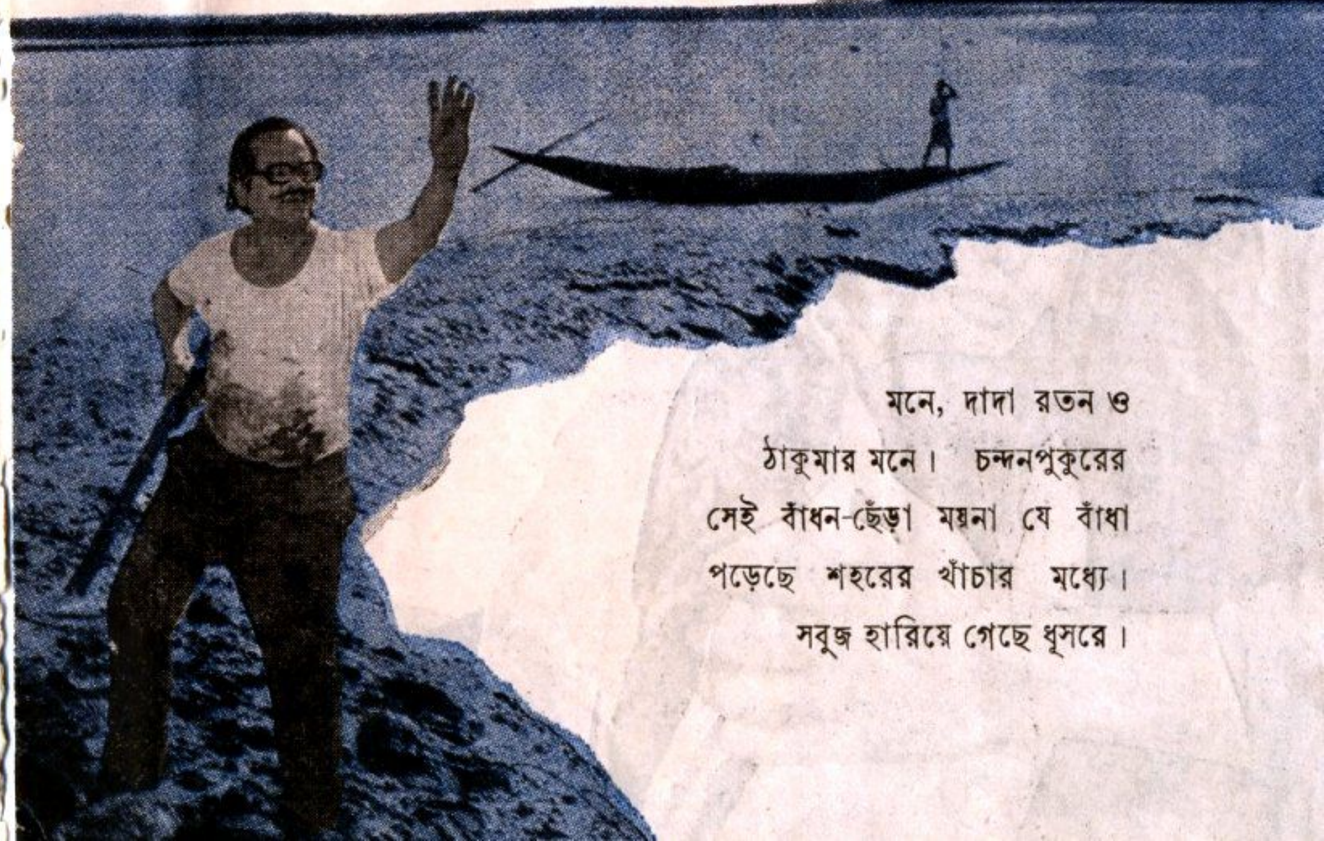

মনে, দাদা রতন ও ঠাকুমার মনে। চন্দনপুকুরের সেই বাঁধন-ছেঁড়া ময়না যে বাঁধা পড়েছে শহরের খাঁচার মধ্যে। সবুজ হারিয়ে গেছে ধূসরে।

প্রশান্ত ময়নাকে ভালবাসে সত্যি। কিন্তু ভালবাসা আর মানিয়ে নেওয়া এ দুটোর মধ্যে তফাৎ থেকে যায়। নিজের অফিসের স্টেনো ছিমছাম কল্যাণীর সঙ্গে কতই না পার্থক্য ময়নার। কল্যাণীর মধ্যে আছে সাগরের গভীরতা, আছে পূজার গাম্ভীর্য, আছে শিশিরের স্নিগ্ধতা। কল্যাণী জানে জীবনকে উপভোগ করতে। কল্যানীর সংযম ও তার অব্যক্ত বেদনাকে সম্ভ্রম করে প্রশান্ত। অন্য দিকে তার ভাল লাগে ময়নার অকৃত্রিম সারল্য, ময়নার নিশ্চিত বিশ্বাস, ময়নার কণ্ঠের গান।

প্রশান্ত তুলনা মূলক বিচার করে দু'জনকে। শহরের কল্যাণী কিন্তু হারিয়ে দেয় গ্রামের ময়নাকে। পতঙ্গের মত প্রশান্ত কল্যাণীর দিকে ছুটে যায়। মাটির প্রদীপের ম্লান শিখার মত চেয়ে চেয়ে দেখে ময়না। নিজের দৈন্যে নিজেই গুটিয়ে যায় সে। তারপর একসময় চূড়ান্ত সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

প্রমানিত হয় সবুজ চিরদিন ধূসরে ঢাকা থাকে না। আবার ফাগুন আসে .....দখিন হাওয়া বয়ে আনে রক্তরাগের ছন্দ।

সঙ্গীত

(১)

কথা :—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার।

তেঁতুল গাছে ফলছে কলা,
আমড়া গাছে আম,
আর কাঁঠাল গাছে ফলছে শশা,
কুমড়ো গাছে জাম।
তিনহাত ঐ গাধার মাথায়
পনেরো হাত সিং,
তাই মশার পিঠে হাতী নাচে
ধা-তিনা-তিন-তিং
হয় যদি গো কানা ছেলের
পদ্মলোচন নাম,
শিবের মাথায় জটা নিয়ে
নৃত্য করে রাম,
জপ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম নাম।
ঠাম্মা গো!
বেড়াল বলে মাছ খাব না,
আঁশ ছোব না হবিষ্যি যে খাব,
গলায় কণ্ঠি বেঁধে আমি
কাশী চলে যাব।
সেই বৃন্দাবনে গেলে আমি
রাধারে যে পাব।
সবি দেখছি উল্টোপাল্টা
বিধি হলো বাম,
হারিয়ে গেল কৃষ্ণ আমার
গেল বলরাম।

(২)

কথা :—সত্যেন গাঙ্গুলী।

রিনিকি ঝিনিকি বোলে বাজে নূপুর।
বাজে ওই শ্রীমতীর চরণে,
বাতাস মধুর হল সে-ছোঁয়া পেয়ে,
শুক্লা সাঁঝের এই লগনে।
ফুলসাজে শ্রীমতী সেজেছে,
অন্তরে দীপালিকা জ্বেলেছে,
নৃত্যের তালে তালে প্রাণের অর্ঘ সে
ঢেলে দেয় দেবতার স্মরণে।
নৃত্যের অবিরাম ছন্দে,
দেবতা বিভোর যে আনন্দে,
শ্রীমতী নেচে চলে নীরবে অলখে তার
অশ্রু ঝরিছে দুই নয়নে।

(৩)

কথা :—গৌরপ্রসন্ন মজুমদার।

যদি নাই-বা থাকি কাছে,
ওগো বকুল তুমি ফুটো,
মৌমাছি গো গুনগুনিয়ে
সুর ঝরিয়ে দিয়ো।
রামধনু গো উঠো,
নীলাঞ্জনা আকাশ পারে
রঙ ছড়িয়ে দিয়ো।
ওগো ঝুমকো লতা চরণ আমার
জড়িয়ে ধ'রো না,
তোমায় ছেড়ে যেতে আমায়
বারণ ক'রো না,
দূরেই যদি থাকি পাখি
সবার প্রাণে এ-গান গেয়ে
সুর ধরিয়ে দিয়ো।
যখন থাকব না গো চেয়ে দেখো,
আমার চোখের জল
পদ্মপাতায় শিশির হয়ে
ক'রছে টলমল।
তোমরা ছিলে সুখে দুখে,
সবাই সাথী মোর,
কথা দিলাম খুলব না গো
এই যে রাখী ডোর,
বাতাস তুমি বয়ে গিয়ে
সবার খবর দিয়ে আমার
মন ভরিয়ে দিয়ো।

(৪)

কথা :—সত্যেন গাঙ্গুলী।

হাল ফ্যাশানের বাবু শোন!
রাজা শোন, ফকির শোন, কুলী-চাষী-মজুর শোন!
শোন সত্যি কথা।
যা-বলছি তা গল্প নয়,
যা-দেখছ তা মিথ্যে নয়।
এই মানুষ ছিল বনমানুষের রূপে,
ইতিহাসেই বলে,
আদলটা তার বদলে গেছে
দিনবদলের ফলে,
শুনে অবাক হ'য়ো না—চমকে উঠো না।
বাস ছিল তার গুহাতে,
পায়ের সাথে দুহাতে
লাফ দিয়ে যে চলতে তারা
পাহাড় থেকে জঙ্গলে।
শুনে অবাক হ'য়ো না—চমকে উঠো না।
আজ কারো-বা সেই বন্য যুগের
স্বভাব গেছে রয়ে,
ছদ্মবেশে কেউ বা আছে
বন মানুষই হয়ে,
সেই নাচো-কোঁদা লয়ে।
মন না বুঝে কেউ খালি,
রূপ দেখে দেয় হাততালি,
আসল ফেলে আবার-বা কেউ
নকল নিয়ে যায় চলে।
শুনে অবাক হ'য়ো না—চমকে উঠো না।

(৫)

কথা :—সত্যেন গাঙ্গুলী।

শামলা গাঁয়ের কাজলা মেয়ে,
নীল সায়রে জল ভরিতে
চলে কলস কাঁখে,
শিয়াল শাখে বৌ-কথা-কও ডাকে।
জলকে চলে মেয়ে।
নীলাম্বরী পরণে আর
আঁচলা বাঁধা কটিতে তার,
লাজুক হাসি ঝিলিক হানে
ডাগর চোখের ফাঁকে।
কৃষ্ণচূড়ায় গাঁথা বেণী
পায়ের তালে দোলে,
হাতের কাঁকন কলস ছুঁয়ে
বাজে মধুর রোলে।
কাজলা মেয়ে আমার প্রাণে,
দুলকি চালের আবেশ আনে,
ভালবাসার তুফান ওঠে
বুকের পাকে পাকে।

(৬)

কথা :— সত্যেন গাঙ্গুলী।

নয়ন সলিলে বুক ভেসে যায়,
রাধা আজ কানু ছাড়া,
বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে
জাগে বেদনার সাড়া।
তাই কুসুম ফোটে নি আজি বনানীতে,
আসে নি ভ্রমর মধু তার নিতে,
শুকসারী দোঁহে আলাপন ভুলে
চমকি চমকি চাহে চারিভিতে।
বাঁশি বাজিবে না।
যমুনার কূলে কদমের মূলে
রহি রহি আর বাঁশি বাজিবে না।
অন্তরে তার অনলের জ্বালা,
পড়িয়া রহিল চম্পক মালা
শ্রীরাধিকা তারে ফিরে গাঁথিবে না,
কেমনে রবে।
কানু বিনে রাধা কেমনে রবে।
যমুনা পুলিনে নিশীথে বিজনে
মরমের কথা কারে সে কবে!
মিনতিরে দলি কানু গেল চলি,
মিছে হল আঁখি জলে সাধা,
শুধু কলঙ্করে লয়ে রহিল একাকী
কলঙ্কিনী শ্রীরাধা।
গঞ্জনা কে ভুলাবে, অন্তর কে দুলাবে,
বাজায়ে নিলাজ ওই বাঁশরি,
শ্রীরাধার আকুলতা, গোপন প্রাণের ব্যথা,
বঁধুয়া কেমনে গেল পাসরি।
তাই আঁখিজল কোন মানা মানে না,
শুধু ঝরে যায় থামে না।
সারা বৃন্দাবনের আলো কানু লয়ে চলে গেল
রাধিকার বুকে জ্বেলে বেদনা।

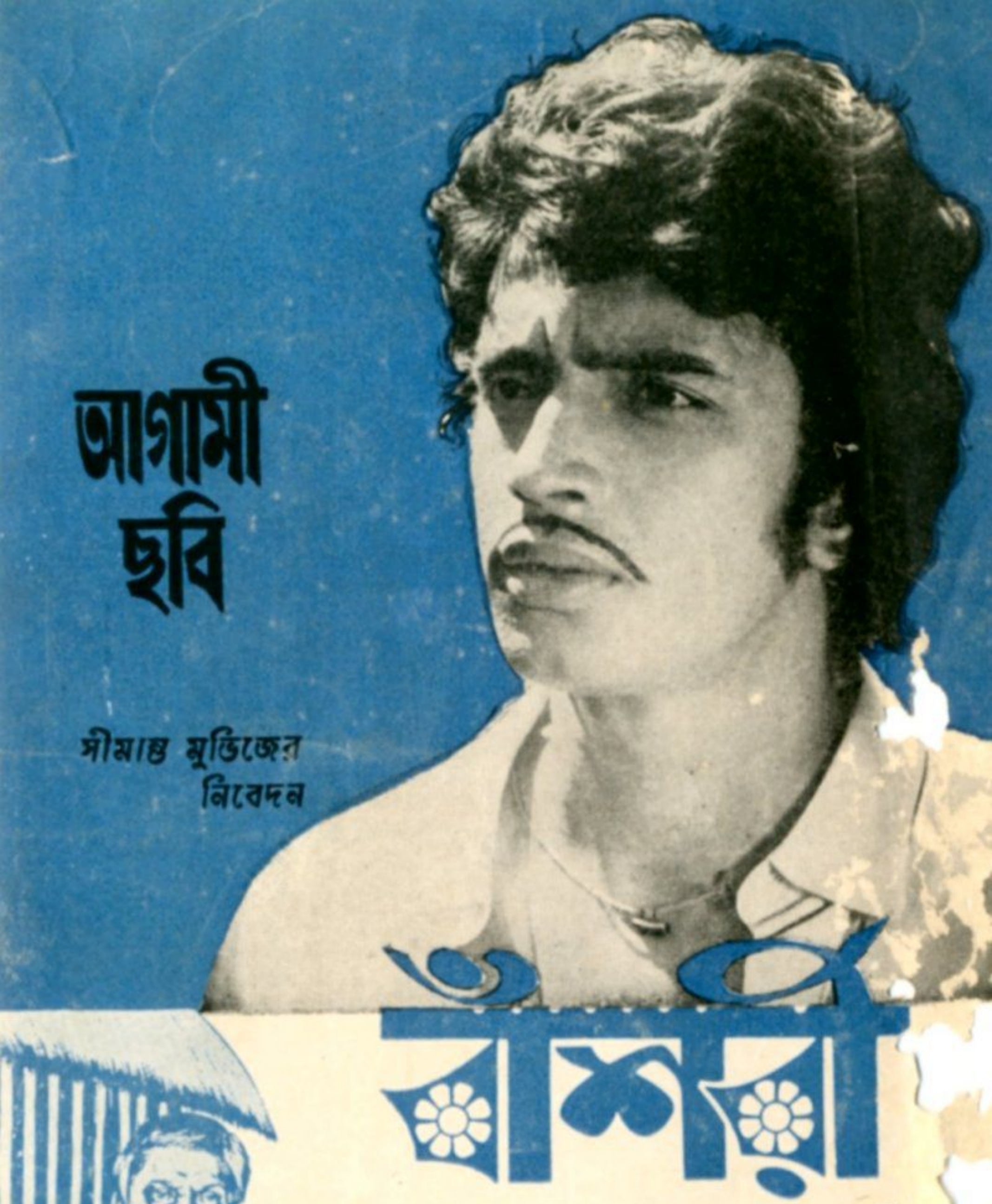

আগামী ছবি
সীমান্ত মুভিজের নিবেদন
বাঁশরী
পরিচালনা: অসীম ব্যানার্জী
সুর: হৃদয় কুশারী
অভিনয়ে: মিঠুন চক্রবর্তী
সুমিত্রা মুখার্জী
শোভা সেন · পদ্মা দে
সত্য ব্যানার্জী